গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ
আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়
www.legislativediv.gov.bd

বিষয়ঃ প্রস্তাবিত "ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন, ২০১৬" এর খসড়ার উপর মত বিনিময়ের লক্ষ্যে ১৬ মে, ২০১৭ খ্রিস্টাব্দ তারিখে অনুষ্ঠিত সভার কার্যবিবরণী।

সভাপতি : জনাব আনিসুল হক এম.পি., মাননীয় মন্ত্রী, আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়।

স্থান : পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষ।

তারিখ : ১৬ মে, ২০১৭ খ্রিস্টাব্দ।

সময় : সকাল ১১:০০ ঘটিকা।

সভায় উপস্থিত সদস্যবৃন্দের তালিকা পরিশিষ্ট 'ক'-তে দেখানো হলো। এছাড়া, ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগের সচিব জনাব শ্যাম সুন্দর সিকদার সভায় উপস্থিত ছিলেন। বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে, ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী বেগম তারানা হালিম উক্ত সভায় উপস্থিত হয়ে বিষয়টির উপর মূল্যবান বক্তব্য প্রদান করেন।

০২। **উপস্থাপনা:**

সভাপতি মহোদয় উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার কাজ শুরু করেন। সভার শুরুতে তিনি সভাকে অবহিত করেন যে, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইন (আইসিটি আইন) ২০০৬ সনে প্রণীত হয় এবং পরবর্তীতে উক্ত আইনে ২০০৯ ও ২০১৩ সনে দুইবার সংশোধন করা হয়। আইসিটি আইনটি একটি প্রেক্ষাপট বিবেচনায় নিয়ে প্রণয়ন করা হয়েছিল। বর্তমানে সারা বিশ্বে প্রতিনিয়ত সাইবার এ্যাটাক হচ্ছে। আইসিটি আইন হতে প্রস্তাবিত আইনের পরিধি অনেক ব্যাপক। এছাড়া, তথ্য ও যোগাযোগ খাতে উত্তরোত্তর পরিবর্তন হওয়ায় এবং পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে উক্ত খাতকে সুরক্ষা এবং ডিজিটাল বা সাইবার অপরাধ নিয়ন্ত্রণ ও উহা প্রতিরোধকল্পে প্রস্তাবিত "ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন, ২০১৬" প্রণয়নের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। তিনি বিবেচ্য আইন প্রণয়নের মাধ্যমে সময়ের দাবী পূরণ হবে মর্মে উল্লেখ করেন।

পরবর্তীতে সভাপতি মহোদয় এ বিভাগের সিনিয়র সচিব জনাব মোহাম্মদ শহিদুল হককে সভা আহ্বানের প্রেক্ষাপট সকলের নিকট তুলে ধরার জন্য আহবান জানালে তিনি উল্লেখ করেন যে, গত ২২/০৮/২০১৬ তারিখের মন্ত্রিসভা বৈঠকে "ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন, ২০১৬" এর খসড়া উপস্থাপন করা হলে নিম্নবর্ণিত কতিপয় পর্যবেক্ষণ প্রদানকরত: উহার আলোকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ সাপেক্ষে বিবেচ্য আইনটি মন্ত্রিসভা বৈঠকে নীতিগতভাবে অনুমোদন করা হয়, যথা:-

"১০.৩। প্রস্তাবিত আইনে উল্লিখিত অপরাধ ও দন্ডের সংজ্ঞা এবং দন্ডের মাত্রা; অপরাধের তদন্ত; ডিজিটাল নিরাপত্তা এজেন্সির গঠন, কার্যাদি ও মহাপরিচালক নিয়োগের ক্ষেত্রে যোগ্যতা; জাতীয় ডিজিটাল নিরাপত্তা কাউন্সিলের গঠন, কার্যাবলি; এজেন্সির সঙ্গে কাউন্সিলের পারস্পরিক সম্পর্ক; সংরক্ষণ ও হেফাজত; এবং অন্যান্য আইন বা কর্তৃপক্ষের কার্যক্রমের সঙ্গে সাংঘর্ষিকতা সংশ্লিষ্ট বিধান আরও পরীক্ষা-নিরীক্ষা করিয়া দেখা আবশ্যক। মন্ত্রী, আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয় ভেটিংকালে তথ্য মন্ত্রণালয়, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ, তথ্য ও যোগাযোগ

প্রযুক্তি বিভাগ, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের এটুআই প্রকল্প, বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন, প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব, সিনিয়র সচিব, প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়, সিনিয়র সচিব, অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগসহ সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থার সঙ্গে পরামর্শক্রমে প্রস্তাবিত আইনের বিধানাবলি প্রযোজ্য ক্ষেত্রে পুর্নগঠন করিতে পারেন।"।

কন্টোলার অব সার্টিফাইং অথরিটিজ (সিসিএ), ডিজিটাল স্বাক্ষর, ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয়গুলোকে সুরক্ষা প্রদান ও নিয়ন্ত্রণের জন্য আইসিটি আইন প্রণয়ন করা হলেও, তিনি উল্লেখ করেন যে, সময়ের বিবর্তনের সাথে সাথে তথ্য ও যোগাযোগ খাতের অনেক অগ্রগতি সাধিত হয়েছে। বাংলাদেশসহ সারা বিশ্বে এ খাতে বিভিন্ন নতুন ধরনের অপরাধ সংঘটিত হচ্ছে। বর্তমানে ডিজিটাল নিরাপত্তার বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হিসেবে সামনে এসেছে এবং বহুল আলোচিত বিষয়। এছাড়া, ব্যাংকিং লেনদেনের ক্ষেত্রে আইসিটির ব্যবহার চলছে বিধায় ই-কমার্স এর সুরক্ষা বিষয়ে নজর দেয়া প্রয়োজন। তিনি আরো উল্লেখ করেন যে, এক্ষেত্রে প্রতিরোধমূলক (preventive) এবং বাস্তবায়নের (enforcement) বিষয়গুলো সমন্বয় করা প্রয়োজন।

তিনি প্রস্তাবিত "ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন, ২০১৬"এর সাথে আইসিটি আইনের কতিপয় বিধানের পুনরাবৃত্তি লক্ষ্য করা যাচ্ছে মর্মে সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করেন। তিনি আইসিটি আইনের বিষয়ের সাথে প্রস্তাবিত আইনের পুনরাবৃত্তির তুলনামুলক বিবরণ উপস্থাপন করেন। এছাড়া তিনি মতামত ব্যক্ত করেন যে, প্রস্তাবিত আইনের সাথে বিদ্যমান কতিপয় আইনের অসমাঞ্জস্যতা রয়েছে কিনা সে বিষয়গুলো নির্ণয় করা প্রয়োজন। ডিজিটাল অপরাধ ও ডিজিটাল নিরাপত্তা সংক্রান্ত কার্যক্রম বাস্তবায়নসহ উহার অপব্যবহার রোধ করা অতীব জরুরী। বিদ্যমান আইসিটি আইনের সাথে এতদসংক্রান্ত অন্যান্য আইনের দণ্ডের অনেক ক্ষেত্রে মানদণ্ড ঠিক নেই। সে কারণে বিভিন্ন বিষয়ে অপব্যাখ্যা হওয়া সহ দেশ-বিদেশে নানা-ধরনের প্রচার প্রচারণা হচ্ছে।

কাজেই, সামগ্রিকভাবে বিষয়গুলো সমন্বয় সাধন করা প্রয়োজন মর্মে তিনি এক্ষেত্রে দুটি পৃথক আইন থাকবে নাকি প্রস্তাবিত আইন ও বিদ্যমান আইসিটি আইনের সকল বিষয় সমন্বয়পূর্বক একটি স্বয়ংসর্ম্পূণ আইন প্রণয়ন করা হবে সে বিষয়ে নীতি-নির্ধারণী সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রয়োজন মর্মে মতামত ব্যক্ত করেন এবং নীতি-নির্ধারণী সিদ্ধান্ত গ্রহণের পর নিরীক্ষাকালে বিশেষজ্ঞসহ সংশ্লিষ্ট সকলের পরামর্শ গ্রহণ করা হবে মর্মে উল্লেখ করেন।

এ পর্যায়ে সভাপতি মহোদয় প্রস্তাবিত আইনটি কার্যকর, সময়োপযোগী ও ব্যবহার উপযোগীকরণের লক্ষ্যে এ বিষয়ে আলোচনা ও প্রয়োজনীয় মতামত প্রদানের জন্য উপস্থিত সকলকে আহবান জানান।

০৩। আলোচনা:

আলোচনার শুরুতে বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল এর পরিচালক (ডাটা সেন্টার) জনাব তারেক এম বরকতউল্লাহ্ আইসিটি আইন ও প্রস্তাবিত "ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন, ২০১৬" শীর্ষক দুটি আইন বহাল রাখার পক্ষে মতামত ব্যক্ত করেন। কেননা, পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে ক্ষেত্র দুটোকে আলাদা আইনের মাধ্যমেই সুরক্ষা প্রদান করা হয়েছে। এছাড়া, তিনি আইসিটি আইনের অধীন সিসিএ এর কর্মপরিধি এর সাথে প্রস্তাবিত আইনের ধারা ৫(৪) এ উল্লিখিত ডিজিটাল নিরাপত্তা এজেন্সির অধীন "Bangladesh Cyber Emergency Response Team (Bangladesh-CERT)" নামক বিশেষায়িত দলের দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে দ্বৈততা বা স্বার্থের সংঘাত/দ্বন্দ্ব (conflict of interest) নিরসনপূর্বক উহাদের মধ্যে সমন্বয় সাধনের বিষয়ে সভাপতি মহোদয়সহ সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।

আলোচনাকালে সিআইডির পক্ষ হতে ডিআইজি আবদুস্ সালাম আইসিটি আইন ও প্রস্তাবিত আইনের মধ্যে সমন্বয়পূর্বক বা বিষয় দুটোকে একিভূত করে একটি নতুন আইন প্রণয়নের ব্যাপারে পরামর্শ প্রদান করেন। এছাড়া, সিআইডির ডিআইজি জনাব মোঃ হেলাল উদ্দিন বদরী উল্লেখ করেন যে, আইসিটি আইনের ধারা ৫৪, ৫৫, ৫৬ প্রস্তাবিত আইনে রহিতের প্রস্তাব করা হয়েছে। উক্ত ধারার বিষয়বস্তু বর্তমান প্রেক্ষাপট অনুসারে গুরুত্বপূর্ণ। কাজেই, প্রস্তাবিত আইনে প্রাসঙ্গিকতা অনুসারে উক্ত ধারণাসমূহকে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

আইসিটি বিভাগের পক্ষ হতে আগত প্রতিনিধি বাংলাদেশ ইউভার্সিটি অব প্রফেশনালস এর আইন বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ড. জুলফিকার আহমদ প্রস্তাবিত আইনের খসড়া প্রস্তুতকালে উহার সাথে জড়িত থাকায় উহার প্রেক্ষাপট তুলে ধরেন। তিনি আইনটি ব্যবহারোপযোগী করণের লক্ষ্যে বিদ্যমান কতিপয় আইনে সংশোধন প্রয়োজন মর্মে উল্লেখ করেন।

প্রসঙ্গক্রমে মাননীয় আইন মন্ত্রী বলেন যে, আইসিটি আইনের ধারা ৫৭ একটি বহুল আলোচিত বিষয়। ধারনা করা হচ্ছে যে, এর মাধ্যমে বাক-স্বাধীনতা রুদ্ধ করা হয়েছে। তিনি বলেন যে, ১৯৭৪ সনের Special Power Act বিশেষ প্রয়োজনে প্রণয়ন করা হয়েছিল। উহার শুধু **sections 2** ও **3** অপব্যবহার হলেও রাষ্ট্রপরিচালনার জন্য উক্ত আইনটি অনেক বেশি গুরুত্ব বহন। একইভাবে ধারা ৫৭ অপব্যবহার হচ্ছে কিনা বা উহার মধ্যে কোনো অস্পষ্টতা রয়েছে কিনা সে বিষয়ে গুরুত্বারোপ করেন। কাজেই, বিধানটি ব্যবহারোপযোগী করার লক্ষ্যে করে ধারা ৫৭ এর অস্পষ্টতা থেকে থাকলে উহা দুরীকরণ, উহার মানদন্ড সেট করাসহ সামগ্রিকভাবে উক্ত বিষয়ে সংশ্লিষ্ট সকলের সুচিন্তিত মতামত আহবান করেন।

বাংলাদেশ পুলিশের সদর দপ্তর এর অতিরিক্ত ডিআইজি (আইসিটি) জনাব ব্যারিস্টার হারুন অর রশিদ আইসিটি আইনের ধারা ৫৭ কে ভেঙ্গে প্রেক্ষাপট অনুসারে নতুনভাবে প্রণয়নের ব্যাপারে মতামত ব্যক্ত করেন। এছাড়া তিনি ব্যক্তি ও রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে অপরাধ সংঘটনের ক্ষেত্রে প্যারামিটার ঠিক করতে হবে মর্মে মন্তব্য করেন। আলোচনার এক পর্যায়ে তিনি US Code, British Law এর রেফারেন্স তুলে ধরেন। এছাড়া, সরকারিভাবে ব্যবহৃত সকল কম্পিউটার বিভিন্ন দেশে প্রচলিত রয়েছে এরূপ "Protected Computer" এর ন্যায় আলাদাভাবে সুরক্ষার ব্যাপারে গুরুত্বারোপ করেন। তাছাড়া, প্রস্তাবিত আইনে উল্লিখিত দন্ডের মধ্যে অসামঞ্জস্যতা রয়েছে মর্মে তিনি উল্লেখ করেন।

বিটিআরসি এর পরিচালক (লীগ্যাল) জনাব তারেক হাসান উল্লেখ করেন যে, প্রস্তাবিত আইনের কতিপয় বিধানের সাথে পর্ণোগ্রাফি নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০১২, বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০০১, ইত্যাদি কতিপয় আইনের দ্বৈততা রয়েছে। বিবেচ্য খসড়াটি নিরীক্ষাকালে বিদ্যমান আইনের সাথে সকল অসামঞ্জস্যতা দূরীকরণের ব্যাপারে মতামত ব্যক্ত করেন।

ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ সদর দপ্তরের কাউন্টার টেরোরিজম এন্ড ট্রান্সন্যাশনাল ক্রাইম ইউনিট (সিটিটিসি) এর অতিরিক্ত পুলিশ কমিশনার জনাব মনিরুল ইসলাম আইসিটি আইনের সংশোধনপূর্বক অ-আমলযোগ্য অপরাধকে আমলযোগ্য করা হয় মর্মে উল্লেখ করেন। এছাড়া, সাইবার নিরাপত্তা ও সাইবার অপরাধ সম্পর্কিত একটি পৃথক আইন প্রণয়ন ও বিদ্যমান আইসিটি আইন পদ্ধতিগত বিষয়ের জন্য বহাল রাখার পক্ষে মতামত ব্যক্ত করেন। এছাড়া প্রস্তাবিত আইনে উল্লিখিত সাইবার সন্ত্রাসী কার্যটি সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ এর সাথে সমন্বয় করতে হবে মর্মেও তিনি উল্লেখ করেন। তিনি আরো বলেন যে, প্রস্তাবিত আইনের অপরাধসমূহ আমলযোগ্য ও অজামিনযোগ্য করার পক্ষে মতামত ব্যক্ত করেন।

অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগের অতিরিক্ত সচিব জনাব মোঃ সুলতান উল ইসলাম চৌধুরী উল্লেখ করেন যে, প্রস্তাবিত আইনের অনেক বিষয়ের সাথে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের সম্পৃক্ততা রয়েছে। পরবর্তীতে এনবিআর হতে লিখিত মতামত প্রদান করা হবে। এ পর্যায়ে ই-পেমেন্ট, ডিজিটাল পর্ণোগ্রাফি প্রস্তাবিত আইনের ধারা ৩৩ এ উল্লিখিত সন্ত্রাসী সম্পদ ইত্যাদি সম্পর্কে আরও অধিকতর ব্যাখ্যার প্রয়োজন রয়েছে মর্মে তিনি উল্লেখ করেন। এছাড়া, জনাব কালিপদ হালদার, সদস্য, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, আয়কর রির্টাণ ব্যবস্থা, অনলাইন শপিং. ই-টেন্ডারিং, ইত্যাদি ধারণাকে অন্তর্ভুক্তিপূর্বক উহার সাথে তদন্ত, বিচার ব্যবস্থা সমন্বয় করার ব্যাপারে মতামত ব্যক্ত করেন।

আইন ও বিচার বিভাগের সচিব জনাব আবু সালেহ শেখ মোঃ জহিরুল হক রাষ্ট্র পরিচালনার ক্ষেত্রে জননিরাপত্তার বিষয়কে বিবেচনায় নিয়ে ধারা ৫৭ তে প্রয়োজনীয় পরিমার্জন করা যেতে পারে মর্মে মতামত ব্যক্ত করেন।

প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় হতে আগত প্রতিনিধি মহাপরিচালক (জিআইইউ) মো: আবদুল হালিম উল্লেখ করেন যে, প্রস্তাবিত আইনে এজেন্সি বা এটাচ্ড ডিপার্টমেন্ট থাকতে হবে। এছাড়া, কতিপয় বিষয় বিধি দ্বারা নির্ধারণ করতে হবে।

আইসিটি বিভাগের ভারপ্রাপ্ত সচিব জনাব সুবীর কিশোর চৌধুরী উল্লেখ করেন যে, প্রস্তাবিত আইনটির বিষয়ে আরও পরীক্ষা-নিরীক্ষার বিষয়ে কমিটি করা যায় কিনা সে বিষয়টি বিবেচনার জন্য অনুরোধ জানান। এছাড়া তিনি আইসিটি আইন সংশোধন করার ব্যাপারে পরীক্ষা-নিরীক্ষার ক্ষেত্রে লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগকে প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান করা হবে মর্মে মতামত ব্যক্ত করেন।

আলোচনার এই পর্যায়ে, ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী বেগম তারানা হালিম টেলিযোগাযোগ, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিষয়গুলো একই 'নেটওয়ার্ক' এর আওতাভুক্ত মর্মে উল্লেখ করেন। তিনি এই নেটওর্য়াক বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ রেগুলেটরি কমিশন (বিটিআরসি) ব্যতীত সক্রিয়ভাবে কাজ করতে সমর্থ হবে না এবং সংশ্লিষ্ট সংস্থাগুলোর মধ্যে প্রবল সমন্বয়হীনতা লক্ষ্য করা যাচ্ছে মর্মে তুলে ধরেন। কাজেই, এক্ষেত্রে আইনটি সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে, তিনি টেলিযোগাযোগসহ তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি সংশ্লিষ্ট সকল দপ্তর/সংস্থার মধ্যে কাজের সুষ্ঠু বণ্টন এবং উক্ত কাজ সংশ্লিষ্ট সকলে সমন্বিতভাবে করার উপর জোর আরোপ করেন। আইনটি আরো কার্যকর ও উপযোগীকরণের লক্ষ্যে পরবর্তীতে তিনি প্রয়োজনীয় মতামত সরবরাহ করবেন মর্মে উল্লেখ করেন। এছাড়া তিনি অনলাইন নিউজ পেপার তথ্য মন্ত্রণালয়ের আওতায় নিবন্ধন বা অনুমোদন গ্রহণের ব্যাপারে উল্লেখ করেন। বর্তমানে অনলাইন নিউজ পেপার এর ক্ষেত্রে কোনোরূপ নিবন্ধন বা অনুমোদন গ্রহণের বাধ্যবাধকতা নেই বিধায় অনেক ক্ষেত্রে অপব্যবহার হচ্ছে।

বিটিআরসি এর প্রতিনিধি ব্রিগ্রেডিয়ার জেনারেল মোঃ এমদাদ উল বারী প্রস্তাবিত আইনের ধারা ৫, ৬, ৭, ৮ বিষয়ে বক্তব্য প্রদানকালে উল্লেখ করেন যে, বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০০১ (২০০১ সনের ১৮ নং আইন) এর দ্বারা "নেটওয়ার্ক" পরিচালিত হয়ে থাকে এবং উহার ধারা ৯৭, ৯৭ক তে কোন কোন সংস্থার সহযোগিতায় উহা পরিচালিত হবে সে সংক্রান্ত দিক নির্দেশনা রয়েছে। এছাড়া তিনি ছোট ছোট সংস্থাকে প্রতিপালনের দায়বদ্ধতার আওতায় আনা, উহাদের কর্ম পরিধি ও মানদন্ড নির্ধারণের ব্যাপারে গুরুত্বারোপ করেন।

আলোচনার শেষ পর্যায়ে এ বিভাগের সিনিয়র সচিব জনাব মোহাম্মদ শহিদুল হক প্রস্তাবিত আইনটির সকল সমন্বয়হীনতা দূর করে উহা প্রয়োগযোগ্য ও ব্যবহারোপযোগী করার লক্ষ্যে মাননীয় আইন মন্ত্রী, উভয় বিভাগের মাননীয় প্রতিমন্ত্রীদ্বয় ও উভয় সচিবসহ সংশ্লিষ্ট সকলকে আলোচনাপূর্বক নীতি নির্ধারণী সিদ্ধান্ত প্রদানের ব্যাপারে অনুরোধ জানান। এক্ষেত্রে অন্তত আরো একটি সভা আহবান করা প্রয়োজন মর্মে মতামত ব্যক্ত করেন। তিনি অপরাধের প্রকৃতি ও গুরুত্ব অনুসারে দন্ডের হার নির্ধারণের বিষয়ে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।

পরিশেষে সভাপতি মহোদয় ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী বেগম তারানা হালিমকে পরবর্তী সভায় আমন্ত্রণ জানানো হবে মর্মে উল্লেখ করেন। এছাড়া, এ বিষয়ে সকলকে প্রাসঙ্গিক মন্তব্য/মতামত লিখিতভাবে প্রেরণের জন্য অনুরোধ জানান।

০৪। **সিদ্ধান্ত :**

সভায় বিস্তারিত আলোচনার পর উপস্থিত সকলে একমত হন যে, বিবেচ্য আইনটি চলমান প্রক্রিয়া এবং প্রতিনিয়ত এই খাতের পরিবর্তন হচ্ছে। কাজেই, এ বিষয়ে আরও পুঙ্খনাপুঙ্খভাবে আলোচনার জন্য সভায় মিলিত হওয়া আবশ্যক। এ পর্যায়ে নিম্নরূপ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়, যথা:-

(ক) আইসিটি আইনে যে সকল সংশোধন আনয়ন করা প্রয়োজন ঐ সকল বিষয়টি চিহ্নিতকরণ এবং পরবর্তীতে সভায় উহা উপস্থাপন;

(খ) তদানুসারে প্রস্তাবিত খসড়া প্রস্তুতকরণের বিষয়ে পদক্ষেপ গ্রহণ;

সামগ্রিকভাবে বিবেচ্য বিষয়ে আলোচনার জন্য আগামী ১৫ জুন, ২০১৭ তারিখে পুনরায় একটি আন্ত:মন্ত্রণালয় সভা আহবান করা হবে।

০৫। আর কোনো আলোচনা না থাকায় সভাপতি উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

২৯/০৫/২০১৭

(আনিসুল হক এম.পি)
মাননীয় মন্ত্রী।

পত্র নং- উস-২৮/৪৪৫/২০১৭ খ্রিস্টাব্দ তারিখঃ ০৪ জুন, ২০১৭ খ্রিস্টাব্দ

অনুলিপি সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রেরণ করা হলো (জেষ্ঠ্যতার ভিত্তিতে নয়):-

১। মন্ত্রিপরিষদ সচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
[দৃ: আ: জনাব মোঃ আব্দুল বারিক, যুগ্ম-সচিব]
২। প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, তেজগাঁও, ঢাকা।
[দৃ: আ: জনাব মোঃ আব্দুল হালিম, মহাপরিচালক, গভর্নেন্স ইনোভেশন ইউনিট (জিআইইউ)]
৩। সিনিয়র সচিব, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
[দৃ: আ: জনাব আবুল কালাম আজাদ, অতিরিক্ত সচিব]
৪। সিনিয়র সচিব, অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
[দৃ: আ: জনাব সুলতান উল ইসলাম চৌধুরী, অতিরিক্ত সচিব]
৫। সচিব, প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়, আগারগাঁও, ঢাকা।
[দৃ: আ: জনাব মোঃ আক্তারুজ্জামান, সিস্টেম এনালিস্ট]
৬। সচিব, তথ্য মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
[দৃ: আ: জনাব মোঃ মুহিবুল হোসাইন, যুগ্ম-সচিব]
৭। সচিব, আইন ও বিচার বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৮। সচিব, ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৯। সচিব, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ, শের-ই-বাংলা নগর, ঢাকা।
১০। মাননীয় প্রতিমন্ত্রীর একান্ত সচিব, ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
১১। চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন, আইইবি ভবন, রমনা, ঢাকা।
[দৃ: আ: ব্রিগ্রেডিয়ার জেনারেল মোঃ এমদাদ উল বারী, মহাপরিচালক]
১২। জনাব কালিপদ হালদার, সদস্য, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, সেগুনবাগিচা, ঢাকা।
১৩। প্রকল্প পরিচালক, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের এটুআই প্রকল্প, তেজগাঁও, ঢাকা।
[দৃ: আ: জনাব মোঃ মামুনুর রশীদ ভূঞা, উপ-সচিব ও বিশেষজ্ঞ]
১৪। মহাপরিচালক, ডিরেক্টরেট জেনারেল অব ফোর্সেস ইন্টেলিজেন্স (ডিজিএফআই), ঢাকা সেনানিবাস, ঢাকা।
[দৃ: আ: বিগ্রেডিয়ার জেনারেল তামজিদুল হক চৌধুরী]
১৫। মহাপরিচালক, র‍্যাপিড এ্যাকশন ব্যাটালিয়ান (র‍্যাব), র‍্যাব হেডকোয়ার্টার্স, ঢাকা।
[দৃ: আ: স্কোয়াড্রন লীডার মাহফুজুর রহমান]
১৬। অতিরিক্ত পুলিশ কমিশনার, কাউন্টার টেরোরিজম এন্ড ট্রান্সন্যাশনাল ক্রাইম ইউনিট, ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ, ৬ মিন্টু রোড, রমনা, ঢাকা।
[দৃ: আ: জনাব মনিরুল ইসলাম, অতিরিক্ত কমিশনার]
১৭। ডিআইজি, (স্পেশাল ইনভেস্টিগেশন এন্ড ইন্টিলিজেন্স) (সাইবার ক্রাইম), সিআইডি, বাংলাদেশ পুলিশ, ঢাকা।
[দৃ: আ: জনাব মোঃ হেলালউদ্দিন বদরী, ডিআইজি]
১৮। ব্যারিস্টার মোঃ হারুন অর রশিদ, অতিরিক্ত ডিআইজি (আইসিটি), বাংলাদেশ পুলিশ হেডকোয়ার্টার্স, ফুলবাড়িয়া, ঢাকা।
১৯। নির্বাহী পরিচালক, বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল, বিসিসি ভবন, আগারগাঁও, ঢাকা।
২০। জনাব মোস্তফা জব্বার, সভাপতি, বাংলাদেশ এসোসিয়েশন অব সফটওয়্যার এন্ড ইনফরমেশন সার্ভিসেস (বেসিস), লেভেল-৫, বিডিবিএল ভবন, কাওরান বাজার, ঢাকা।
[দৃ: আ: জনাব সোহাগ চন্দ্র দাস, সহকারী প্রকল্প ব্যবস্থাপক]